প্রথম আলো

তারিখ ১১ MAR 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পাঠ্যবইয়ে হেফাজতের রাজনীতি

সরকারকে সরে আসার আহ্বান নির্মূল কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

হেফাজতের দাবির কারণে পাঠ্যসূচিতে যে সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়েছে, সেখান থেকে সরে আসার ঘোষণা দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। এ ছাড়া ক্রমান্বয়ে একমুখী শিক্ষার দিকে অগ্রসর, মাদ্রাসাশিক্ষার আমূল পরিবর্তন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, এনসিটিবির চক্র ভাঙাসহ মোট ১২ দফা দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণ তদন্তে জাতীয় নাগরিক কমিশনের প্রতিবেদনে এ ১২ দফা সুপারিশ করা হয়। প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ দাবি জানানো হয়। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সংবিধানের চার নীতির আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দাবি জানান একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতারা।

নির্মূল কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ তদন্তে জাতীয় নাগরিক কমিশন যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, এর ওপর ভিত্তি করে আদালত চূড়ান্ত রুল দেবেন বলে তিনি আশাবাদী।

সাম্প্রদায়িক সমাজে গণতন্ত্র টিকতে পারে না উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা সাবেক আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ বলেন, ২০১০ সালের যে শিক্ষানীতি, সেটা জিয়াউর রহমানের কাটাছেঁড়া করা সংবিধানের আদলে করা। ২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নতুন সংবিধান করা হয়েছে, যাতে '৭২-এর চার নীতি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই সংবিধানের আদলে নতুন শিক্ষানীতি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

নির্মূল কমিটির আরেক উপদেষ্টা সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বলেন, পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ, সেটা ঠেকাতে না পারলে পাকিস্তানের চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

পাঠ্যবইয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

হেফাজতের দাবির কারণে পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণ করা হচ্ছে উল্লেখ করে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, হেফাজত তাদের রাজনীতি পাঠ্যবইয়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। এর মাধ্যমে শিশুর মনে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ পড়বে। তাই এর দায় সরকারকেই নিতে হবে।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, 'জামায়াত-হেফাজত মাদ্রাসার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এখন হাত দিয়েছে সাধারণ পাঠ্যসূচির ওপর। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় পাঠ্যসূচিতে সাম্প্রদায়িকীকরণ দুঃখজনক। পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি রিট হয়েছে। আদালত রুল জারি করেছেন। আশা করি ওই রুলটি চূড়ান্ত হবে।'

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও শিক্ষাবিদ রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, পাঠ্যপুস্তকে কেবল ভুল হয়নি, আদর্শিক বিচ্যুতি ঘটেছে। শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন, পাঠ্যপুস্তক দেখে মনে হয় দেশ পাকিস্তানীকরণের দিকে যাচ্ছে।